ইউনিট - ১৫

আদর্শ জীবনচরিত - ২

ভূমিকা *ইউনিট ১৫-তে শঙ্করাচার্য, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কাহিনী স্থান লাভ করেছে। আবার এঁদের প্রত্যেকের জীবনচরিত পরিবেশিত হয়েছে দুটি পাঠের মাধ্যমে। শঙ্করাচার্য একাধারে দার্শনিক ও সিদ্ধসাধক।*

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন একজন ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধযোগী পুরুষ। তিনি তাঁর সাধনলব্ধ যোগ ঐশ্বর্যকে লোকসেবায় অকাতরে দান করে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সিদ্ধসাধক। পরম পুরুষ তিনি। তাঁর বিচিত্র সাধনায় উপলব্ধি, 'যত মত তত পথ'।

এ ইউনিট থেকে আপনি শঙ্করাচার্য, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ-১ শঙ্করাচার্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান ও পিতা-মাতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- ধন-সম্পদের প্রতি শঙ্করাচার্যের অনাসক্তির কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- শঙ্করাচার্যের মাতৃভক্তির কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- শঙ্করাচার্যের প্রতি গুরু গোবিন্দপাদের নির্দেশ লিখতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শঙ্করাচার্য ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যের কেরল রাজ্যের কালাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিবগুরু ও মাতা সুভদ্রা (বিশিষ্টা)। শিবগুরু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং শিবভক্ত। সুভদ্রাও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁদের কোন সন্তান জন্মেনি। ধর্মপ্রাণ স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস ছিল দেবানুগ্রহে সবই সম্ভব। তাই তাঁরা চন্দ্রমৌলীশ্বরের অর্থাৎ শিবের আরাধনা করতে লাগলেন। আরাধনায় শিব সন্তুষ্ট হলেন। একদিন স্বামী-স্ত্রী শুনতে পেলেন মহেশ্বরের বাণী, "আমি বরদান করছি, শিবকল্প এক মহাজ্ঞানী পুত্রলাভ করবি। দিকে দিকে ঘোষিত হবে তার জয়বার্তা।"

যথাসময়ে পুত্রলাভ করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুব খুশি হলেন। দেবতার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে শিবগুরু পুত্রের নাম রাখলেন শঙ্কর। জনশ্রুতি আছে, স্বয়ং মহাদেবই শঙ্করাচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিন বছরের শঙ্করকে রেখে তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। তখন পুত্রের লালন-পালনসহ শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব মায়ের উপর এসে পড়ে। বুদ্ধিমতী সুভদ্রা পুত্রকে পাঁচ বছর বয়সে গুরুগৃহে পাঠান। শৈশব থেকেই শঙ্কর ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে সমর্থ হন। দেখতে দেখতে তার খ্যাতি দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একদল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এলেন শঙ্করের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করবার জন্য। শঙ্করের পাণ্ডিত্যে তারা সত্য সত্যই মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। এবারে তারা শঙ্করের মায়ের নিকট বালকের জন্মকুণ্ডলী দেখতে চাইলেন। 'জন্মকুণ্ডলী' দেখেই পণ্ডিতগণ আতঙ্কিত হলেন। মাতাও ব্যাকুল হয়ে তাদের কাছে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তাঁরা বললেন, বালকের আয়ু অল্প; ১৬ বছর ও ৩২ বছরে জীবনহানির যোগ আছে। শঙ্করের মায়ের দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। শঙ্কর মাকে সান্ত্বনা দিলেন।

শঙ্কবাচার্য

বিষয় সম্পত্তির প্রতি শঙ্করের কোন আকর্ষণ ছিল না। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী রয়েছে। তখন কেরলের রাজা ছিলেন চন্দ্রশেখর। শঙ্করের অলৌকিক প্রতিভার কথা তিনি জানতে পারেন। শঙ্করকে সম্মান জানানোর ইচ্ছায় তাঁকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। মন্ত্রী এলেন শঙ্করের কাছে। কিন্তু তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যেতে পারলেন না। শঙ্কর বললেন, "মন্ত্রীবর! আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, কৃপা করে আমাকে রাজ-সম্মানের প্রলোভন দেখাবেন না।"

মন্ত্রী হতাশ হয়ে ফিরলেন। তাঁর কাছে এই কথা শুনে রাজার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি স্বয়ং কালাড়িগ্রামে এলেন এবং শঙ্করের দর্শন লাভ করে নানা তত্ত্বালোচনায় মুগ্ধ হলেন। বালকের ঐশী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁর চরণে প্রণামী স্বরূপ সহস্র মুদ্রা রাখলেন। নিরাসক্ত শঙ্কর একটি মুদ্রাও স্পর্শ করলেন না। রাজার অমাত্যদের দিয়ে ঐ অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

শঙ্করাচার্য মাতৃভক্তও ছিলেন। দীর্ঘ সময় তিনি মায়ের সেবায় অতিবাহিত করতেন। মাতৃভক্তির উদ্দীপনায় শঙ্কর এক অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করলেন। প্রতিদিন নদীতে স্নান করার অভ্যাস ছিল শঙ্কর জননীর। একদিন তিনি স্নান শেষে গৃহে ফেরার পথে ক্লান্ত হয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। মায়ের ফিরতে বিলম্ব দেখে তার খোঁজে বের হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন, তাঁর মা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পথের পাশে পড়ে রয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে শঙ্করের দুচোখ বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মায়ের সেবা করে পবিত্র মনে শঙ্কর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "ভগবান! মা আমার বৃদ্ধা হয়েছেন। এ পথশ্রম তাঁর আর সহ্য হয় না। কৃপা করে তুমি নদীর প্রবাহটি আমার বাড়ির নিকটে এনে দাও, আমার মায়ের তাহলে আর কষ্ট হবে না।" শঙ্করের এ প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে শঙ্করের গৃহের নিকট দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল।

শঙ্কর জানতেন, বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। তাই তিনি সংসারে অবরুদ্ধ হতে চান নি। সংসার ত্যাগের সংকল্প নিলেন শঙ্কর। কিন্তু মা একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই সংসার ত্যাগ করতে দিতে চান

না। শঙ্কর মাকে বুঝালেন, "মাগো, তোমায় কথা দিচ্ছি, সন্ন্যাস নিই আর যেখানেই থাকি, তোমার অন্তিমকালে নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে উপস্থিত থাকব, তোমার পারলৌকিক কাজে কোন বাধা হবে না মা।" শঙ্কর জননীর মনে পড়ল, শঙ্করের জন্মের আগের কথা, সেই দৈবাদেশ আর ভবিষ্যদ্বাণী। তাই তিনি শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণে আর বাধা দিলেন না। শাস্ত্রজ্ঞ শঙ্কর সব রকম আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে চলে যান।

গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থান করছেন শঙ্কর। কয়েক বছর শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপস্যা করে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করেন। তখন গুরু গোবিন্দপাদ তাঁকে বললেন, "বৎস, এখন থেকে স্মরণ রেখ যে, এক মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তুমি নিযুক্ত হলে। আমার ইচ্ছা, তুমি নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা রচনা কর। জগতে প্রচার কর ঈশ্বর এক, তিনি অদ্বিতীয়। ধর্মসাধনার পথ থেকে সংস্কারের আবর্জনা দূর কর। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, ধর্ম সাধনার পথে তাদের নিযুক্ত কর। কারণ, মুক্তিপিপাসু মানবজাতি তোমার দিকে চেয়ে আছে।"

সারাংশ

শঙ্করাচার্য ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আজন্ম মেধাবী শঙ্কর অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অন্তিম সময়ে মায়ের নিকটে থাকবেন এই কথা বলে মায়ের অনুমতি নিয়ে শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট দীক্ষিত হন। তিনি গুরু গোবিন্দপাদ তাঁকে ঈশ্বর অদ্বিতীয়– একথা প্রচার করতে এবং নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা রচনা করার উপদেশ দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. শঙ্করাচার্য কেরল রাজ্যের কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কাহাড়ি খ. কানারি
গ. কালাড়ি ঘ. কাঠারি

২. নিরাসক্ত শঙ্কর রাজার দেওয়া সহস্র মুদ্রা কি করেছিলেন?
ক. রাজাকে ফেরত দিয়েছিলেন খ. গ্রহণ করেছিলেন
গ. দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ঘ. মঠে দান করেছিলেন

৩. 'নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা রচনা কর; সংস্কারের আবর্জনা দূর কর'–এ উপদেশগুলো শঙ্করকে কে দিয়েছিলেন?
ক. গুরুগোবিন্দ সিং খ. গুরুগোবিন্দপাদ
গ. গুরুগোবিন্দ বল্লভ ঘ. গুরুগোবিন্দাচার্য

পাঠ–২ শঙ্করাচার্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কার বরে শঙ্করাচার্য আরও ষোল বছর পরমায়ু লাভ করেছিলেন তা বলতে পারবেন।
- মণ্ডল মিশ্রের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের বিচারের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শঙ্করাচার্য কাশীধামে এসে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনায় ব্রতী হলেন। কয়েকজন ভক্ত তাঁকে এ কাজে সাহায্য করতে থাকেন। তখন শাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে শঙ্করের নাম কাশীধামে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

শোনা যায়, এই কাশীধামেই শঙ্কর একদিন ব্যাসদেবের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। একদিন শঙ্করাচার্য মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে ধ্যানে বসবেন এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে ব্রহ্মসূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর ব্যাখ্যা মানলেন না। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। অবশেষে বৃদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলে আত্মপরিচয় দিলেন এবং বললেন, "শঙ্কর, তোমার জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যসহ জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচার কর।" শঙ্করাচার্য সবিনয়ে বললেন, "আমার মাত্র ষোল বছর পরমায়ু। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি আর বেশি কি করতে পারব?" শঙ্করের কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন, "তোমার পরমায়ু আরও ষোল বছর হবে।" বর্ধিত আয়ু লাভ করে শঙ্করাচার্য দশখানা উপনিষদ, গীতা, বেদান্তভাষ্য, উপদেশ - সহস্র প্রভৃতি রচনা করে 'অদ্বৈতমত' প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

শঙ্করাচার্য প্রয়াগে বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারিল ভট্টের নিকট ধর্ম বিষয়ে বিচার করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি শঙ্করকে বললেন, "তুমি আমার শিষ্য 'মণ্ডন মিশ্রের' সাথে বিচারে প্রবৃত্ত হও ; তাঁকে পরাস্ত করতে পারলে আমিও তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করব। কিন্তু এ বিচারে তাঁর বিদূষী পত্নী উভয় ভারতীকে মধ্যস্থ রাখতে হবে।" শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের উদ্দেশ্যে মাহিষ্মতী নগরের দিকে রওনা হলেন।

সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে শঙ্করের বিচার আরম্ভ হল। আঠার দিন ধরে উভয়ে শাস্ত্র আলোচনা চালালেন। মণ্ডল পত্নী উভয় ভারতী মধ্যস্থা ছিলেন। বিচারে শঙ্করাচার্যের জয় হল। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত সমাজে শঙ্করাচার্যের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

তিনি হিন্দু ধর্মের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন। সে-কালে প্রভাবশালী বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তিনি তর্কে পরাস্ত করেন। বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী এক রাজা শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করেন।

এভাবে শঙ্করাচার্য অতি দ্রুত ভারতের বিভিন্নস্থানে তার মতবাদ প্রচার করে চারটি মঠ স্থাপন করেন। দ্বারকায় সারদামঠ, পুরীতে গোবর্ধনমঠ, বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরি মঠ। ঐগুলো শঙ্করাচার্যের অন্যতম কীর্তি।

একদিন শঙ্করাচার্য শৃঙ্গের মঠে বসে অধ্যাপনায় রত আছেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর মা তাঁকে ডাকছেন। মায়ের অন্তিমকালের আহবান শঙ্করাচার্য শুনতে পেলেন। দ্রুত যাত্রা করলেন কালাড়ি অভিমুখে, মায়ের সন্নিকটে। সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য মায়ের অন্তিম সময়ে পাশে বসে ভগবৎ মহিমা গাইতে লাগলেন। মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা গেল। পরমানন্দ লাভ করে শঙ্করের জননী ইহধাম ত্যাগ করলেন।

এবারে হিমালয়ের হাতছানি অনুভব করলেন শঙ্কর। হিমালয় অভিযানে যাত্রা শুরু করলেন তিনি। উত্তরাখন্ডের কেদারনাথ ধামই তাঁর গন্তব্য স্থান। শঙ্করের বয়স তখন মাত্র ৩২ বছর। তিনি এই কেদারনাথে মহাসমাধিতে মহাদেবের শ্রীপাদপদ্মে লীন হয়ে ভবলীলা সংবরণ করলেন।

শঙ্করাচার্যের কয়েকটি উপদেশ :

১। সংসার দুঃখের আগার; জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্মও নিশ্চিত- এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম।

২। ধন, জন, জীবন, যৌবনের গর্ব করতে নেই; নিয়তি (কাল) নিমিষেই সব কিছু হরণ করে থাকে।

৩। শত্রু, মিত্র, স্ত্রী, পুত্র কোন কিছুতেই বিশেষভাবে যত্নবান হয়ো না। শীঘ্রই যদি বিষ্ণুকে লাভ করতে চাও তবে সমস্ত কিছুতে সমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন হও।

৪। তোমার, আমার এবং অন্য সকলের মধ্যেই বিষ্ণু রয়েছেন। কারো প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না। সকলের মধ্যে আত্মাকে (বিষ্ণুকে) দেখ এবং ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর।

৫। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

৬। মায়ার প্রভাবে জীব সংসারে আবদ্ধ হয় ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে জীব মুক্তিলাভ করতে পারে।

সারাংশ

শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। এভাবে শঙ্করাচার্য তার অদ্বৈতবাদ প্রচার করে দ্বারকায়, পুরীতে বদরিকাশ্রমে এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরিমঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। মাতৃভক্ত শঙ্কর মায়ের অন্তিম সময়ে তাঁর পাশে থাকায় মা পরমানন্দে দেহত্যাগ করেন। কিছুদিন পর মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে শঙ্কর ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে জীব মুক্তিলাভ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ‘তোমার পরমায়ু আরও ষোল বছর হবে’-একথা শঙ্করাচার্যকে কে বলেছিলেন?
ক. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস খ. ব্যাসদেব
গ. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঘ. বেদব্যাস

২. মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের বিচারে কে মধ্যস্থা ছিলেন?
ক. জ্ঞান ভারতী খ. উভয় ভারতী
গ. গীত ভারতী ঘ. প্রজ্ঞা ভারতী

৩. শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠ চারটির নাম কি কি?
ক. সারদা, গোবধর্ন, যোশী ও শৃঙ্গেরি খ. বিজয়া, গিরধারী, সারদা ও বরদা
গ. গোবধর্ন, জ্ঞনদা, প্রণব ও গিরিজা ঘ. শৃঙ্গেরি, যোশী, ব্রহ্মাবিদ্ ও অনন্ত

পাঠ-৩ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাক্ষাৎকার বর্ণনা করতে পারবেন।
- লোকনাথের জন্মস্থান ও পিতা-মাতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- লোকনাথের সাধনজীবনের বিবরণ লিখতে পারবেন।
- শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বাংলা ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়। বারদীর আশ্রমে ব্রহ্মচারী বাবা ভক্তদের নিয়ে আলাপ করছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন। "তোরা যা তো নদীর ধারে; দেখবি ব্রাহ্ম সমাজের সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নৌকাযোগে যাচ্ছেন। তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

ভক্তরা গিয়ে ব্রহ্মচারীবাবার কথা বলে বিজয়কৃষ্ণকে আশ্রমে নিয়ে এলেন। ব্রহ্মচারীবাবা দাঁড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অভ্যর্থনা জানালেন। ব্রহ্মচারীবাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। অসাধারণ দৃষ্টি। ব্রহ্মচারীজীর প্রদীপ্ত নয়নযুগল থেকে অপূর্ব জ্যোতিরাশি বহির্গত হয়ে গোস্বামী মহাশয়ের শরীরে প্রবেশ করল। বিজয়কৃষ্ণ নয়নজলে ভাসতে ভাসতে ব্রহ্মচারীবাবার চরণে পতিত হলেন। ব্রহ্মচারীবাবা পরম স্নেহে দুহাত দিয়ে তাকে তুলে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। ব্রহ্মচারীজীর শক্তি বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে সঞ্চারিত হল।

বারদীর ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন, "আমি বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়েছি। কিন্তু যা শুনে এসেছিলেম তা অপেক্ষা অনেক বেশি দেখতে পেয়েছি। আমি এ মুহূর্তে যে অনুগ্রহ লাভ করেছি তাতে আমি ধর্মজীবনে উন্নতি সাধন করতে পারব। বারদী আমার ধর্মজীবনের জন্মস্থান।"

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

বারদীর এই ব্রহ্মচারীই হলেন পরম সিদ্ধপুরুষ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার কচুয়া গ্রামে আনুমানিক ১১৩৭ সনে লোকনাথ বাবা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাম-কানাই ঘোষাল, মাতা কমলা দেবী। ঘোষাল মশায়ের চারপুত্রের মধ্যে লোকনাথ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। লোকনাথের পিতার ইচ্ছা ছিল, তাঁর পুত্রদের মধ্যে একজন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ এবং ভগবানের নামকীর্তন করে বংশের পবিত্রতা সম্পাদন করে। কিন্তু পত্নী কমলাদেবীর বাধাদানের ফলে তাঁর এ আশা এ যাবৎ পূর্ণ হতে পারে নি। লোকনাথের বেলায় কমলাদেবীর সম্মতি পাওয়া গেল। স্থির হল লোকনাথ সন্ন্যাসী হবেন।

ঐ সময় ভগবান গাঙ্গুলী নামে একজন শাস্ত্রবেত্তা আচার্য তাঁদের নিকটেই ছিলেন। রাম কানাই ঘোষাল এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় আচার্যের হাতেই পুত্র লোকনাথের আধ্যাত্মজীবন গঠনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

লোকনাথের উপরীত গ্রহণের সময় উপস্থিত। ভগবান গাঙ্গুলী স্থির করলেন আচার্যরূপে তিনি বালকের সংস্কার সম্পন্ন করবেন। তারপরই এই দণ্ডী ব্রহ্মচারী বালককে সঙ্গে নিয়ে চিরতরে সংসার

ত্যাগ করে চলে যাবেন। কথাটি চারদিকে প্রচার হয়ে পড়ে। এ সময় লোকনাথের বাল্যসখা বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁদের সঙ্গে সেও গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে। আচার্য গাঙ্গুলী উভয় বালকের গুরুরূপে তাঁদের সংস্কার ও দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বালক ব্রহ্মচারী দুজনকে নিয়ে ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, আর শিষ্য দুজনেরই বয়স হবে প্রায় দশ।
গৃহত্যাগ করে তাঁরা বর্তমান কলকাতার কালীঘাটে এসে কিছুদিন থাকেন। মহাজাগ্রত শক্তিপীঠ বলে তখন কালীঘাটের ছিল বিরাট খ্যাতি। জটাজুটধারী বহু সন্ন্যাসী দূর-দূরান্ত থেকে এখানে এসে জড় হতেন। এখানে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কিছুদিন কাটাবার পর আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী বালক দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে যান। অরণ্যবাস ও কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের মধ্যদিয়ে তাঁদের বিশ-পঁচিশ বছর কেটে যায়। এ সময় লোকনাথ ও বেনীমাধব উভয়েই হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ ও মন্ত্রযোগের শিক্ষা গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন।
এরপর তারা কাশীধামে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে হিতলাল মিশ্র নামে এক মহাযোগীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী এই মহাসাধকের হাতে লোকনাথ ও তার বন্ধুকে সমর্পণ করেন এবং একদিন গঙ্গাতীরে মণি-কর্ণিকার ঘাটে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন। লোকনাথ ও বেনীমাধবের বয়স তখন প্রায় নব্বই বছর।
যোগী হিতলাল মিশ্রের তত্ত্বাবধানে লোকনাথ ও বেনীমাধবের সাধনা চলতে থাকে। শিষ্য দুজনকে নিয়ে হিতলাল মিশ্র হিমালয়ে চলে যান এবং সেখানে কঠোর সাধনায় তাদেরকে পারঙ্গম করে তোলেন। যোগী হিতলালের কৃপায় লোকনাথ ও বেনীমাধব অপূর্ব যোগ সামর্থ্য অর্জন করেন। তারপর দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে লোকনাথ তাঁর পরম প্রাপ্তি লাভ করেন এবং অশেষ শক্তি বিভূতির অধিকারী হন।
এরপর তাঁরা দেশ ভ্রমণে বের হন। তিব্বত, সমগ্রভারত, মক্কা ও মদিনা পরিভ্রমণ করেন। লোকনাথ আবদুল গফুর নামে একজন মুসলমান সাধকের নিকট থেকে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য অবগত হন। তাঁরা চীন দেশ হয়ে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে ফিরে আসেন। তখন যোগী হিতলাল, তার শিষ্য দুজন লোকনাথ ও বেনীমাধবকে বলেন, "দেখো, তোমাদের নিম্নভূমিতে কর্ম রয়েছে, আমার সাথে তোমাদের থাকবার আর প্রয়োজন নেই।"

সারাংশ

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বারাসতের কচুয়া গ্রামে ১১৩৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। লোকনাথ ও বেনীমাধব দুই বন্ধু - একই সময়ে উপনয়ন সংস্কারের পর গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন কঠোর ব্রহ্মবর্ষ পালন ও সাধনা করে কাশীধামে যান। সেখানে ভগবান গাঙ্গুলী লোকনাথ ও বেনীমাধবকে যোগীবর হিতলালের হাতে অর্পণ করে দিয়ে দেহত্যাগ করেন। যোগী হিতলালের তত্ত্বাবধানে লোকনাথ ও বেনীমাধব হিমালয়ে দীর্ঘদিন সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁরা তিব্বত, ভারত, মক্কা-মদিনা, চীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে পুনরায় হিমালয়ে ফিরে আসেন। তখন লোকনাথ ও বেনীমাধবকে হিতলাল নিম্নভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'বারদী আমার ধর্মজীবনের জন্মস্থান' -এ কথা কে বলেছিলেন?
ক. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী খ. গৌরকৃষ্ণ গোস্বামী

গ. বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী　　　ঘ. গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী

২. রামকানাই ঘোষাল ও কমলাদেবীর পুত্র লোকনাথ কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কমলা গ্রামে　　　খ. কর্ণকা গ্রামে
গ. করতা গ্রামে　　　ঘ. কচুয়া গ্রামে

৩. কার কৃপায় লোকনাথ ও বেনীমাধব অপূর্ব যোগসামর্থ্য অর্জন করেন?
ক. হিরালালের　　　খ. মতিলালের
গ. হিতলালের　　　ঘ. মনিলালের

৪. লোকনাথ ব্রহ্মচারী কোন কোন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন?
ক. তিব্বত, ভারত, মক্কা-মদিনা ও চীন
খ. তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও সিকিম
গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত ও তিব্বত
ঘ. ইরান, ইরাক, ভারত ও শ্রীলঙ্কা

পাঠ-৪ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীতে আগমনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- লোকনাথ বাবার জনসেবার দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-একটি ঘটনার বিবরণ দিতে পারবেন।
- লোকনাথ ব্রহ্মচারী কোথায় দেহত্যাগ করেন তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল ধরে লোকনাথ ও বেনীমাধব নিম্নভূমির দিকে নেমে আসতে থাকেন। তখন দুই বন্ধুর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পালা। বেনীমাধব কামাখ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন, আর লোকনাথ অগ্রসর হন বাংলাদেশের মহাপীঠ চন্দ্রনাথের পথে। তিনি এদেশের পাহাড়, পর্বত ও বনাঞ্চলে কিছুকাল বাস করে মেঘনার কাছে বারদীতে পদার্পণ করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীতে আগমণ এক বিচিত্র ঘটনা। নানাস্থানে বিচরণ করার পর সেদিন লোকনাথ বর্তমান কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি গ্রামে আসেন। এক বৃক্ষতলে বসে নীরবে ধ্যান করছেন। এমন সময় ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক ব্যক্তি তাঁর চরণ ধরে কাঁদতে থাকে - ফৌজদারি মামলার আসামি হয়ে সে বড়ই বিপদে পড়েছে। সন্ন্যাসী কৃপাভরে তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "যা, কোন ভয় নেই। তুই মুক্তি পাবি।"

সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে আশ্চর্যভাবে মুক্তিলাভ করে সে আবার এসে মিনতি করল - "প্রভু, চলুন আমার গাঁয়ে। সেখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করব।"

সন্ন্যাসী রাজি হলেন। বারদীতে ডেঙ্গু কর্মকারের গৃহে তিনি কিছুকাল থেকে চলে যান। এরপর স্থানীয় জমিদার নাগবাবুদের উদ্যোগে বারদীতেই ব্রহ্মচারীর জন্য আশ্রম নির্মিত হল।

অল্প সময়ের মধ্যে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর যোগবিভূতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মুমূর্ষু ভক্তবৃন্দ ও রোগশোকক্লিষ্ট নর-নারীরা তাঁর কাছে এসে ভিড় জমাতে লাগল। ব্রহ্মচারীর কৃপা পেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়েছেন অনেক ব্যক্তি। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ব্যাধি নিরাময়ের ঘটনাটি এরূপ কৃপারই একটা দৃষ্টান্ত। উৎকট কুষ্ঠরোগে ভুগতে ভুগতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। অবশেষে বারদীতে গিয়ে ব্রহ্মচারী বাবার চরণাশ্রয় লাভের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন।

সিদ্ধাযোগী পুরুষ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা হাকিমের কোর্টে এক জটিল ফৌজদারি মামলা। বারদীর রাধাকান্ত নাগের বিরুদ্ধে ভারতের পশ্চিম দেশীয় এক ব্যক্তির নালিশ। অভিযোগ হল : রাধাকান্ত ঐ ব্যক্তির প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বারদী গ্রামনিবাসী কালীকান্ত নাগ মহাশয়ের পুত্র রাধাকান্ত নাগ একদিন অতিরিক্ত মদ্যপানে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গিয়ে ব্রহ্মচারী বাবাকে অপমান করার চেষ্টা করে। তখন ব্রহ্মচারীর একজন পশ্চিম দেশীয় ভক্ত রাধাকান্তকে বলপূর্বক বাবার ঘর থেকে বের করে দেয়। এতে রাধাকান্ত ভীষণ ক্ষিপ্ত হয় এবং বাড়িতে গিয়ে কয়েকজন সর্দার নিয়ে এসে ঐ ব্যক্তিকে মারতে মারতে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। ছাড়া পেয়ে সে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে রাধাকান্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে।

রাধাকান্ত নাগের লোকেরা যে ব্রহ্মচারীর শিষ্যকে মারতে মারতে নিয়ে গেছে এ দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ব্রহ্মচারী নিজেই। তাই কোর্টে তাঁর ডাক পড়েছে। ব্রহ্মচারী সাক্ষ্য দিতে এসেছেন শুনে কৌতূহলী জনতার ভিড়। সেদিন আদালতে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

ব্রহ্মচারী বাবাকে প্রশ্ন করা হল তাঁর বয়স কত? তিনি উত্তরে বললেন, "তা প্রায় দেড়শ বছর হবে।" অপরপক্ষের মোক্তার বললেন, "দেখুন সাধুবাবা এটা কিন্তু সরকারি আদালত, এখানে এ

ধরনের অসম্ভব কথাবার্তা বলা চলে না। ব্রক্ষ্মচারী শান্তভাবে বললেন, "তবে তোমাদের যা ইচ্ছে হয় লিখে নাও।"

বিপক্ষের মোক্তার জেরার মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে চান যে, এরূপ অতিবৃদ্ধ সাক্ষীর পক্ষে স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই তিনি সাধুবাবাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো বললেন আপনার বয়স প্রায় দেড়শ' বছর। স্বীকার করে নিলাম আপনার কথা। তাহলে এত বয়সে আপনার দৃষ্টি নিশ্চয়ই বেশি দূর যেতে পারে না। অথচ আপনি ঘরে বসে কি করে ঘটনা স্বচক্ষে দেখলেন।"

ব্রক্ষ্মচারী বাবা হাসলেন। দূরের একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "আচ্ছা দেখ তো ঐ গাছে কোন প্রাণী আরোহণ করছে কি না?"

সেদিকে তাকিয়ে সবাই স্বীকার করলেন যে, তারা এমন কিছুই সেখানে দেখতে পাচ্ছেন না। ব্রক্ষ্মচারী কৌতুকভরা হাসি হেসে বললেন, "তোমাদের বয়স কম, দৃষ্টিশক্তি বেশি। অথচ কিছুই নজরে পড়ছে না। আমি কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছি, এক সারি লাল পিঁপড়ে গাছটির গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে।"

আদালতের কৌতূহলী জনতা গাছটির নিকটে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে এল। সবাই তো বিস্ময়ে অবাক; এত বয়সেও ব্রক্ষ্মচারী বাবার এমন প্রখর দৃষ্টি। সকলেই উপলব্ধি করলেন, ইনি একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। হাকিম ব্রক্ষ্মচারী বাবার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই মামলার রায় দিলেন।

লোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী যোগসামর্থ্যের এক বিশেষ প্রকাশ - সূক্ষদেহে যথা ইচ্ছা ভ্রমণ। একবার তাঁর প্রিয়ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারভাঙ্গায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। ডাক্তারগণ তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দেন। লোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী তখন বারদীর আশ্রমে। বিজয়কৃষ্ণের এরূপ অসুখের কথা শুনে তিনি সূক্ষ্ম দেহে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। শুশ্রূষাকারীরা ব্রক্ষ্মচারীকে রোগীর বিছানার পাশে দেখে অবাক হয়ে যায়। লোকনাথ বাবার কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শ্রীলোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই লোকালয়ে এসেছিলেন। তিনি একদিন তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে বলেছিলেন, "আমি পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে বড় একটা ধন অর্জন করে এনেছি, কত বরফ এ শরীরের উপর দিয়ে জল হয়ে গিয়েছে। তোরা সে ধন বসে বসে খাবি।"

এই লোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী নানাভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের কল্যাণ সাধন করে গেছেন। বারদীতে প্রায় ২৭ (সাতাশ) বছর কাটাবার পর বাবা লোকনাথ ১৬০ বছর বয়সে ১২৯৭ সালে ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ করেন।

শ্রীলোকনাথ ব্রক্ষ্মচারীর কয়েকটি উপদেশ

১। কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল।

২। জগতে যখন মানুষের শরীর নিয়ে এসেছিস তখন দশের সেবা করে, তাঁকে প্রসন্ন করে জীবন সার্থক করে নে-এতে তোরও মঙ্গল, জগতেরও মঙ্গল।

৩। বাক্যবাণ, বন্ধুবিচ্ছেদ বাণ ও বিত্ত-বিচ্ছেদ বাণ-এ তিনটি বাণ সহ্য করতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যায়।

৪। "রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বি
আমায় স্মরণ করবি, আমিই তোকে রক্ষা করব।"

সারাংশ

শ্রীলোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী হিমালয় থেকে বাংলাদেশের চন্দ্রনাথ পাহাড়, পরে দাউদকান্দি হয়ে

ঘটনাক্রমে বারদীতে আসেন। সেখানে তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী বলে পরিচিত হন। রুগ্ন, বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচারীর কৃপা পেয়ে সুস্থ হন, বিপদ থেকে মুক্ত হন। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর কৃপা পেয়ে বহুলোক ধন্য হয়েছেন। ১৬০ বছরে বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি সকলের জন্য অভয়বাণী রেখে গেছেন।

"রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বি
আমায় স্মরণ করবি, আমিই তোকে রক্ষা করব।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বারদীতে নিয়ে আসে কে?
ক. ভেঙ্গু কর্মকার খ. ডেঙ্গু কর্মকার
গ. ঝন্টু কর্মকার ঘ. মন্টু কর্মকার

২. কোন কুষ্ঠরোগী লোকনাথবাবার চরণ আশ্রয় করে রোগমুক্ত হন?
ক. জগদীশ চন্দ্র ঘোষ খ. পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ
গ. অখিল চন্দ্র ঘোষ ঘ. অনিল চন্দ্র ঘোষ

৩. 'তোমাদের বয়স কম, দৃষ্টিশক্তি বেশি। অথচ কিছুই নজরে পড়ছে না। আমি কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছি' - একথা কোথায়, কে বলেছিলেন?
ক. আদালতে, লোকনাথ খ. আশ্রমে, লোকনাথ
গ. মন্দিরে, লোকনাথ ঘ. বাজারে, লোকনাথ

৪. শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কত সালের, কোন মাসে, কত তারিখে দেহত্যাগ করেন?
ক. ১২৫৭ সালের, ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ খ. ১২৮৭ সালের, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ
গ. ১২৯৭ সালের, ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ঘ. ১২৬৭ সালের, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

পাঠ-৫ শ্রীরামকৃষ্ণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান এবং পিতা-মাতার নাম লিখতে পারবেন।
- শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোথায়, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবন শুরু হয় তা বলতে পারবেন।
- শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে 'যত মত তত পথ' এই উপলব্ধি লাভ করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় কামারপুকুর নামে একটি গ্রাম আছে। এই কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু কুলদেবতা রঘুবীরের পূজা-অর্চনা করে তাঁরা পরম শান্তিতেই ছিলেন।

এক সময় ক্ষুদিরাম গয়াধামে গিয়েছিলেন। তীর্থদেবতা গদাধর ক্ষুদিরামকে স্বপ্নে বললেন, "তোর ভক্তি, নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় আমি তুষ্ট হয়েছি। আমি শীঘ্রই তোর ঘরে জন্মগ্রহণ করব।"

এ ঘটনার কিছুদিন পর চন্দ্রমণি এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ক্ষুদিরাম শিশুপুত্রের নাম রাখলেন গদাধর। এই গদাধরই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

বালক গদাধরের চেহারা সুন্দর, মুখটি হাসি হাসি। সে প্রকৃতিকে বড়ই ভালবাসে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে তাঁর ভাবাবেশ হয়। আকাশে উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে গদাধর নিজের কথা ভুলে যান। যাত্রাগানের শিবের পোশাক পরলে গদাধরের দেহে শিবের ভাব ও আবেশ এসে পড়ে। কীর্তন ও ভজন গানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। এছাড়া লোকমুখে শুনে শুনে বালক গদাধর বহু স্তব-স্তোত্র, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী আয়ত্ত করে ফেলেন।

গ্রামের পাঠশালাতে গদাধরের লেখাপড়া শুরু হয়। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর মন বসে না। দাদা রামকুমার শাসন করলে গদাধর জবাব দেন, "এই টাকা রোজগারি শিক্ষায় আমার দরকার নেই।" ফলে গদাধরের লেখাপড়া আর এগোয় না। তবে সাধু-বৈষ্ণবদের দেখা পেলে গদাধর তাঁদের নিকট থেকে ভজন শিখতেন।

পিতার মৃত্যুতে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে রামকুমারের উপর। তিনি অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে গদাধরকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। তখন রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঐ কালীমন্দিরের পূজারী হলেন রামকুমার। সঙ্গে রইল ভাই গদাধর। এখানে এসে গদাধর কখনো মায়ের মন্দিরে ধ্যান করেন, কখনো বা ঐ মা কালীর কথা চিন্তা করতে করতে ঘুরে বেড়ান

গঙ্গাতীরে। বড় ভাই রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর নিজেই মায়ের পূজার ভার গ্রহণ করেন এবং এখানেই তাঁর সাধন জীবনের সূচনা হয়।

মা কালী বা ভবতারিণীর পূজায় দেহ-মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন গদাধর। মন্দিরে বসে মাকে শোনান রামপ্রসাদী আর কমলাকান্তের গান। 'মা' 'মা' বলে গদাধর পাগল হলেন। মায়ের দর্শন না পেলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে তিনি জীবন নাশ করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় মা জ্যেতির্ময়ীরূপে আবির্ভূত হয়ে গদাধরের প্রাণ রক্ষা করলেন। মায়ের দিব্যদর্শন লাভ করে গদাধরের জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি সর্বক্ষণ মায়ের সাথে কথা বলেন, আবদার করেন, অভিমান করেন, মাও সাড়া দেন।

এদিকে মা চন্দ্রমণি শুনতে পান যে, গদাধর মা কালীর পূজা করতে করতে পাগল হয়ে গেছে। তিনি গদাধরকে কামারপুকুরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে গদাধরের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। গদাধরকে বিয়ে দেওয়ার জন্য মা কনে খুঁজছেন। গদাধরের নির্দেশমত জয়রাম বাটির রাম মুখুজ্যের মেয়ে সারদামণির সন্ধান পাওয়া গেল। সারদামণির সাথে গদাধরের বিয়ে হলো। এই সারদাদেবীও ছিলেন গদাধরের ন্যায় পরম ধর্মপরায়ণা। স্বামীর সাধনায় সহায়তা করেই তিনি যথার্থ সহধর্মিণী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই ধর্মপ্রাণা শুদ্ধশীলা পত্নীকে গদাধর মা কালীর অংশ রূপে পূজা করেছিলেন। নিজের স্ত্রীতেও ঠাকুরের মাতৃভাব হয়েছিল। এরূপ সাধনা জগতে বিরল।

বিয়ের অল্পদিন পরেই গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। আবার তার মধ্যে সাধনার ব্যাকুলতা জেগে উঠল। ১৮৬১ সালের শেষভাগে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধর ভৈরবীকে গুরুপদে বরণ করে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। এই ভৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী এবং অবতার পুরুষ বলে ঘোষণা করেন।

এরপর সন্ন্যাসী তোতাপুরীর আগমন ঘটে গদাধরের সাধন জীবনে। সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গদাধর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোতাপুরীর নির্দেশিত পথে সাধনা করে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। তিনি শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি সাধনপদ্ধতি ছাড়াও খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের সাধন পথে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। এ সময় তাঁর উপলব্ধি হয়, যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা। প্রত্যেক ধর্মের সাধন পদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করলে তাতেই ঈশ্বর বা মোক্ষ লাভ সম্ভব। "যত মত তত পথ।"

সারাংশ

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নাম ছিল গদাধর। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণিদেবী এবং স্ত্রী সারদামণি ছিলেন ধর্মকর্মে আগ্রহী। দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর পূজারী হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর তান্ত্রিক সাধনার গুরু ভৈরবী, আর বেদান্ত সাধনার গুরু হলেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরকম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বলেন, সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে যেকোন সাধন পথেই সিদ্ধি লাভ সম্ভব। 'যত মত তত পথ।'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. শ্রীরামকৃষ্ণ কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কামারপুকুর খ. ঝামারপুকুর
গ. পুণ্য পুকুর ঘ. পদ্মপুকুর

২. কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবন শুরু হয়?
ক. বেলুড়মঠে খ. কালীঘাটে
গ. দক্ষিণেশ্বরে ঘ. পঞ্চবটীতে

৩. 'যত মত ততপথ' - এটি কার উক্তি?
ক. শ্রীরামকৃষ্ণের খ. সন্ন্যাসী তোতাপুরীর
গ. ভৈরবী যোগেশ্বরীর ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের

পাঠ-৬ শ্রীরামকৃষ্ণ (শিক্ষা ও বাণী)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীরামকৃষ্ণকে লোকগুরু বলা হয় কেন তা বলতে পারবেন।
- শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে দু-একটি গল্প বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর লাভের উপায় কি তা বলতে পারবেন।
- শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য কে এবং তিনি জগতে ঠাকুরের কি বাণী প্রচার করে গেছেন তা লিখতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

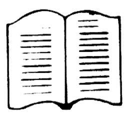

সময় ১৮৭৫ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এবার তিনি শুধুমাত্র সিদ্ধসাধক পুরুষ নন, তিনি হলেন লোকগুরু। দলে দলে লোক এসে ঠাকুরের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগল। কলকাতায় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিও পড়ল এদিকে। সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা কেশব সেন আসেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে। তার দেখাদেখি বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। একদিন কেশব সেন দুঃখ করে ঠাকুরকে বলেন, "মশাই বলে দিন, কেন আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না।" উত্তরে ঠাকুর সোজাসুজি বলে দিলেন, "লোকমান্য, বিদ্যা - এসব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। খানিক্ষণ পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন ছেলে চিৎকার করে তখন ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মা ছুটে আসে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার পদ্ধতি ছিল অভিনব। ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠাকুর গল্পের মাধ্যমে অনেক জটিল তত্ত্ব সহজ-সরল কথায় ব্যক্ত করতেন। প্রেমের ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তিনি বলেন, "কোন ধর্মেই ভুল নেই। আর যদি ভুল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে তা হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। মনে কর, এক বাপের ছোট-বড় অনেকগুলো ছেলে। সকলেই বাবা বলতে পারে না। কেউ বলে 'বাবা' কেউ বলে, 'বা' কেউবা কেবল 'পা' বলে। যারা বাবা বলতে পারল না, তাদের উপর বাপ রাগ করবে নাকি? না, বাপ সকলকেই সমান ভালবাসবে। লোকে মনে করে আমার ধর্ম ঠিক। আমি ঈশ্বর কি বস্তু বুঝেছি। ওরা বুঝতে পারেনি। আমি ঠিক তাঁকে ডাকছি। ওরা ঠিক ডাকতে পারে না। এজন্য ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করেন, ওদের করেন না। এসব লোক জানে না ঈশ্বর সকলের বাপ-মা, আন্তরিক হলেই তিনি সকলকে দয়া করে থাকেন।"

ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে ঠাকুর বলেন, "বিচার নয়, বিশ্বাস। তর্ক নয়, প্রেম। প্রেমেই সকল চাওয়া, সকল পাওয়ার শান্তি। বিচার বন্ধ হলেই দর্শন। তখনই মানুষ অবাক, সমধিস্থ। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে নানা রকম গল্প করে, এ গল্প, সে গল্প। যেই পর্দা উঠে যায়, সব গল্প-টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাতেই মগ্ন হয়ে থাকে। বিচার যেখানে থেমে যায়, সেখানেই ব্রহ্ম।"

ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা চাই, ব্যাকুলতাকে তিনি তিন টানের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "তিন টান একসঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতির প্রতি টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান। এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।"

এমনিভাবে প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার কাজ চলতে থাকে। আর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ফলে প্রবীণদের ন্যায় নবীনেরাও আসতে থাকে ঠাকুরের নিকটে। তরুণদলের মধ্যে আসেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তার মনে সংশয়। ঈশ্বর দর্শন করেছেন এমন একজন সাধকের সন্ধান করে ফিরছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

"মশাই, আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?" উত্তরে ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়েছে। তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট দেখেছি। তুই যদি দেখতে চাস, তোকেও দেখাতে পারি।"

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন করে ধন্য হলেন এবং ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই নরেন্দ্রনাথ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ স্বামীবিবেকানন্দ, যিনি দেশ-বিদেশে ঠাকুরের আদর্শ বাণী 'যত মত তত পথ', 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' প্রচার করে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু উপদেশ দেন নি, তিনি নিজেও ঐ উপদেশ প্রতিপালন করতেন। তিনি অহংকার ত্যাগ করে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। কালীবাড়ীর কাঙ্গালীদের দরিদ্র নারায়ণ জ্ঞানে নিজ হাতে ভোজন করিয়ে তিনি জীবসেবার আদর্শ স্থাপন করেন।

এই মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ইহলীলা সংবরণের দিন ক্রমে ঘনিয়ে আসে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট (১২৯৩ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ সংক্রান্ত) শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রা করলেন অমৃতধামের পথে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ

১। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য বিষয়ে:

ক. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর। জগৎরূপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে।

খ. মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপ। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।

গ. মা যতদিন ছিলেন, নারদ ততদিন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা করতে হয়েছিল কিনা। মায়ের দেহত্যাগ হলে তবে হরিসাধন করতে বেরুলেন।

২। ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে:

ক. ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। জো-সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো।

খ. ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেইভাবে ডাকলে দেখা পায়।

গ. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়। 'যত মত তত পথ'।

সারাংশ

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে সিদ্ধ সাধক ও লোকগুরু। গল্পের মাধ্যমে সহজ কথায় তিনি ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। ঈশ্বর লাভের জন্য সাধককে আন্তরিক এবং ব্যাকুল হয়ে সাধনা করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় নরেন্দ্র নাথ ঈশ্বর দর্শন করেন ও তাঁর শিষ্য হন। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে হয়। পিতা-মাতাকে সেবা না করলে ধর্ম হয় না। গভীর আন্তরিকতা নিয়ে সাধনা করলে যে কোন সাধন পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. দলে দলে আগত জনগণকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে কি বলা হতো?
ক. ধর্মগুরু খ. শিক্ষাগুরু
গ. লোকগুরু ঘ. জনগুরু

২. 'ঈশ্বর সকলের বাপ-মা, আন্তরিক হলেই তিনি সকলকে দয়া করে থাকেন'-এ কথা কে বলেছিলেন?
ক. শ্রীকৃষ্ণ খ. শ্রীচৈতন্য
গ. শ্রীরামকৃষ্ণ ঘ. শ্রীনিত্যানন্দ

৩. শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্যের নাম কি?
ক. বিবেকানন্দ খ. অভেদানন্দ
গ. যোগানন্দ ঘ. প্রেমানন্দ

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. শঙ্করাচার্যের জন্ম ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে যে সব কাহিনী রয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ — প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন]
২. শঙ্করাচার্যের গুরুর নাম কি? শঙ্করের প্রতি গুরুর উপদেশ বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ — শেষ দুই অনুচ্ছেদ পড়ুন]
৩. মণ্ডল মিশ্র কে ছিলেন? তার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের বিচারের বিবরণ দিন। [পাঠ - ২ — দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন]
৪. শঙ্করাচার্য কোথায় কত বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন? [পাঠ - ২ — শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন]
৫. বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাক্ষাৎকার বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ — প্রথম দুই অনুচ্ছেদ দেখুন]
৬. লোকনাথের সাধন জীবনের বিবরণ দিন। [পাঠ - ৩ — শেষাংশ দেখুন]
৭. শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীতে আগমনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৪ — প্রথমাংশ দেখুন]
৮. আদালতে শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে তা বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৪ — শেষাংশ দেখুন]
৯. কোথায় কীভাবে গদাধরের সাধনা জীবন শুরু হয়? তাঁর মাতৃসাধনার কাহিনী বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৫ — পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ পড়ুন]
১০. উদাহরণসহ শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করুন। [পাঠ - ৫ — দ্বিতীয়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ পড়ুন]
১১. নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে উত্তর দিন :
ক. শঙ্করাচার্যের মাতৃভক্তির পরিচয় দিন। [পাঠ - ১ — পঞ্চম অনুচ্ছেদ দেখুন]
খ. লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিন। [পাঠ - ৩ — প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন]
গ. ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৬ — শেষাংশ উপদেশ-২ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.১

১. গ ; ২. গ ; ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.২

১. ক ; ২. খ ; ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৩

১. ক ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৪

১. খ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৫

১. ক ; ২. গ ; ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৬

১. গ ; ২. গ ; ৩. ক